ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 107 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬৩ ● কলকাতা ● ০৯ আশ্বিন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 70

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এইভাবে 'স্ত্রী'র প্রতি আসক্তি চিত্তের অনেক বড় ক্ষতি করে। 'স্ত্রী' ভোগবিলাসের বস্তু নয়, 'স্ত্রী' শক্তি গ্রহণের স্থান। 'স্ত্রী' এক ভোগবিলাসের জিনিস ভেবে আমাদেরই শক্তি গ্রহণের স্থানকে খারাপ করছি। আর যখন শক্তি গ্রহণের স্থানই খারাপ হয়ে যাবে তখন শক্তি গ্রহণ করবো কি করে? আর যখন শক্তি গ্রহণ করবো না তো জীবনে কোন কাজ হবে কি করে? আমরা আমাদের শক্তি গ্রহণের স্থান খারাপ করে আমাদেরই পায়ে কুড়াল মারছি। সেইজন্যে আসক্তির মধ্যে স্ত্রী প্রতি আসক্তি মানুষের দ্বিগুণ লোকসান করে। সেইজন্য মানুষকে কোন স্ত্রীর প্রতি আসক্তি থেকে বাঁচতে হবে।

ক্রমশঃ

পুজোর আগে বঙ্গ বিজেপিতে বড় চমক, দিল্লি থেকে দুই নেতাকে দেওয়া হল বড় দায়িত্ব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় শুরু হবে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। আগামী বছরের শুরুতেই হতে পারে নির্বাচন। এই অবস্থায় বাংলার ভোট পরিস্থিতি তদারকি করতে জাতীয় স্তরের দুই নেতা দায়িত্ব দিল বিজেপি । জানা যাচ্ছে, বিজেপির নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় এবার দেখা যাবে ভুপেন্দ্র যাদবকে।তবে রাজ্য বিজেপির অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, নয়া রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বিজেপির পুরোনো নেতাদের কমিটিতে ফেরাতে আগ্রহী। সেক্ষেত্রে দিলীপ ঘোষ, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, রিতেশ তিওয়ারি, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, লকেট চট্টোপাধ্যায়দের ফেরাতে চাইছেন তিনি। যদিও শুভেন্দু অধিকারী, কৌস্তভ বাগচীরা ইতিমধ্যেই দলের মধ্যে জায়গা করে ফেলেছেন। ফলে কোনদিকে হাওয়া ঘোরে,

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

একশো মহিলা মিলেমিশে,লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় দুর্গাপুজো

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীপুরের মাস্টারপাড়ার একশো মহিলা দুর্গাপুজো করেন। তবে সরকারি অনুদান মেলে না। এবার অবশ্য রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছেন। এবার নিয়ে এই পুজো দশম বছরে পড়বে। আগে এলাকার সবার চাঁদা দিয়েই পুজো হয়ে যেত। কিন্তু এখন পুজোর খরচ বেড়েছে। তাই নিজেদের চাঁদায় পুজো করা সম্ভব হচ্ছিল না। আর অনুদানও তো এবার মেলেনি। এজন্য এলাকার মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা জমা করেন। সেই টাকা দিয়েই এবারের পুজোটা হবে। তাই জোরদার প্রস্তুতি চলছে মাস্টারপাড়ায়। পুজো কমিটির প্রতিনিধি লক্ষ্মী বর্মন জানান,প্রথমে চাঁদা দিয়েই পুজোটা হয়ে যেত। এখন সব কিছুর দাম বেড়েছে। তাই চাঁদা দেওয়ার পরও সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য এবার আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দিয়েই পুজোটা করব। আরেক উদ্যোক্তা সবিতা বর্মন বলেন,'এজন্য এক বছর আগে থেকেই পরিকল্পনা করা হয়। সবাই প্রতি মাসের লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা জমিয়েছি। সেই টাকাই এখন তোলা হয়েছে। তা দিয়েই পুজো ও অনুষ্ঠান হবে।' এখানকার পুজোয় পাড়ার শিশু,কিশোররা আনন্দে মেতে ওঠে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পাড়ার এক কিশোর আকাশ বর্মন বলেন,'পাড়ার পুজোর ক'টা দিন যে কীভাবে কেটে যায় তা আমরা বুঝতেই পারি না। সবাই আনন্দে থাকি। সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি।' তবে পুরুষরাও এই পুজোয় সহযোগিতা করেন। স্থানীয় ঘনশ্যাম বর্মন বলেন,'মহিলাদের উদ্যোগে পুজোটা শুরু হয়। এখন আমরাও সহযোগিতা করি।' তবে অনুদান না মিললেও লক্ষ্মীর ভান্ডার তো দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এজন্য মাস্টারপাড়ার মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের একাদশ বর্ষ পালন করেছেন

নতুন দিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের একাদশ বার্ষিকী পালন করলেন। উদযাপন করলেন ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং উদ্যোগ পরিমণ্ডলের ওপর এর রূপান্তকারী প্রভাবের। মেক ইন ইন্ডিয়া ভারতের উদ্যোগপতিদের যেভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে যাতে আন্তর্জাতিক মহলে প্রভাব তৈরি হয়েছে তার প্রশংসা করেছেন শ্রী মোদী।

মাই গভ ইন্ডিয়ার পোস্টের জবাবে শ্রী মোদী এক্স-এ লিখেছেন :

"১১ বছর আগে আজকের দিনে মেক ইন ইন্ডিয়া

এরপর ৬ পাতায়

সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সংঘ-বিজেপি টানাপোড়েন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

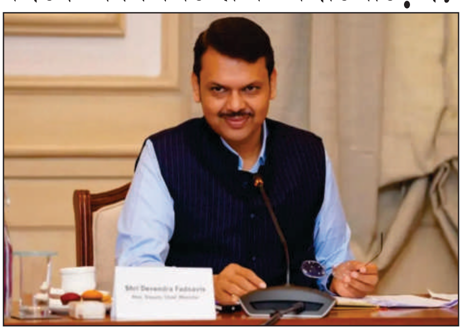

দলের নতুন সভাপতি নির্বাচন ঘিরে বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমেই আরও প্রকট হয়ে উঠছে। একদিকে, নিজেদের ঘনিষ্ঠ কোনও নেতাকে সভাপতি পদে বসাতে তৎপর নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ। তাঁদের লক্ষ্য, ঘনিষ্ঠ কাউকে নেতৃত্বে রেখে দলের উপর প্রভাব বজায় রাখা।একটা সময় বিজেপি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে শিবরাজ সিং চৌহান, মনোহরলাল খাট্টার, ভুপেন্দ্র যাদবদের নাম শোনা গিয়েছিল। পরে তাঁরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন। বিজেপিতে অঘোষিত নীতি বলে, দলের সংগঠনে বড় পদের কেউ মন্ত্রিসভায় থাকেন না। সেই সূত্র মেনে সভাপতি পদ ছাড়তে হয়েছিল অমিত শাহকেও। এখন শোনা যাচ্ছে, সভাপতি পদে হিন্দি বলতে পটু এমন কোনও দক্ষিণ ভারতীয়কে বসাতে পারে বিজেপি। আবার মহিলা বা দলিত মুখের কোথাও ভাবা হতে পারে। কিন্তু আরএসএস-বিজেপির মত না মেলায় এখনও সভাপতির নাম ঘোষণা করা যায়নি।অন্যদিকে, সংঘ চাইছে দলের শীর্ষ পদে তাদের পছন্দের কাউকে আনা হোক। এই টানাপড়েন দীর্ঘদিনের।

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

পুজোর আগে বঙ্গ বিজেপিতে বড় চমক, দিল্লি থেকে দুই নেতাকে দেওয়া হল বড় দায়িত্ব

সেটা আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।আর সহ পর্যবেক্ষক হবেন বিপ্লব দেব। সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত করা হয়। বৃহস্পতিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অরুন সিং এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

এদিকে বিহারে বিজেপির পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় দেখা যাবে ধর্মেন্দ্র প্রধান ও সহ পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন সিআর পাটিল। যদিও বিহারের নির্বাচন হতে আর মাত্র কয়েকমাস বাকি। পুজোর পরেই সেরাজ্যে নির্বাচন হতে পারে। ফলে বিহারের ক্ষেত্রে একটু দেরি করে ফেলল বিজেপি, এমনটাই দাবি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। অন্যদিকে বঙ্গ বিজেপির জন্য কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কে হবেন, সেটা চূড়ান্ত হয়ে গেলেও রাজ্য কমিটিতে কে কে থাকবেন, সেটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

জমা জলে প্রাণহানির ঘটনায় বিরোধীদের জবাব মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না।' পুজো উদ্বোধনে গিয়ে ফের একবার বিরোধীদের আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের আবহে সোমবার প্রবল দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে শহরবাসীকে। বৃষ্টিতে একেবারে বানভাসি অবস্থা হয়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৯জনের মৃত্যু হয়েছে।এরপরেই বর্ষার সময় বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির অবস্থা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "লন্ডনেও জল জমলে ১০দিন থাকে। দিল্লি, মহারাষ্ট্রে জল জমলেও পাঁচ-ছয়দিন থাকে।" কেন্দ্রকে তোপ দেগে তিনি বলেন, "তোমরা আমাদের জলে ভাসাও, আমরা জল তাড়াই। সাড়ে পাঁচ লাখ পুকুর কাটা হয়েছে। ৫০০ চেকড্যাম তৈরি করা হয়েছে। সেই কারণে জল বের করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।" তবে মানুষের আশীর্বাদে ক্ষমতা ফিরলে কার্যত দেখে নেওয়ারও হুঁশিয়ারি প্রশাসনিক প্রধানের। বলেন, "যদি আপনাদের আশীর্বাদে আমি ফিরে আসতে পারি, জানি হাউ টু ট্রিট।" ওরা না করলে অল্টারনেটিভ কীভাবে করতে হয় তা যে জানেন তা জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর। আরও একবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর স্পষ্টবার্তা, "আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না। মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। যারা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করে, তাঁরা নিজেদের মুখ আয়নায় দেখুক।" বাংলার মানুষের পাশে থাকবেন বলেও আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আজ চতুর্থীতেও শহরের একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে আলিপুর বডিগার্ড লাইনস আবাসিকের দুর্গাপুজো, এরপর সুরুচি সংঘের পুজো উদ্বোধন করেন। সেই মঞ্চ থেকে নাম না করে দিল্লির বিজেপি সরকারকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, ডিভিসির কারণেই যে বারবার বাংলা ভাসছে তাও স্পষ্ট করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এত বৃষ্টি কখনও হয়নি। এর মধ্যেই ফরাক্কা, বিহারের সব জল গঙ্গায় এসে ঢুকেছে। ফরাক্কায় ড্রেজিং হয় না, কলকাতা পোর্টও গঙ্গার ড্রেজিং করে না।" এমনকী ফরাক্কা, ডিভিসি, মাইথনও ড্রেজিং করে না বলে অভিযোগ প্রশাসনিক প্রধানের। অভিযোগ, "ওদের ছাড়া জলে আমরা ডুবি। বলতে বলতে আমার গলা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই শোনে না।"তবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এসবের পরেও কয়েকঘণ্টার মধ্যেই জমা জল বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, "৩০০ মিলিমিটার রেঞ্জে বৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গা ভর্তি, নালা-নদী ভর্তি, খাল-পুকুর ভর্তি ছিল। কিন্তু এরপরেও ছয় ঘণ্টার মধ্যে বেশিরভাগ জলটাই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।" কিন্তু তা খুব একটা সহজ ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এর মধ্যেই ছিল ভরা কোটাল। এর মধ্যেই জল কেন জমেছে কোর্টে কেস করেছে।" এই প্রসঙ্গে বিরোধীদের একহাত নিয়ে তিনি আরও বলেন, "যারা কেস করেছে তাঁরা কেন্দ্রকে তো জিজ্ঞেস করতে পারে, কেন ড্রেজিং করা হয়নি।"

কলকাতার সিএনসিআই-এ, ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও টিকাকরণ শিবির

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

আজ শহরের চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট (সিএনসিআই), ক্যানসার পরীক্ষা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় সার্ভিকাল ক্যানসার, ওরাল ক্যানসার ও স্তন ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য। এই কর্মসূচি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের 'সুস্থ নারী সক্ষম পরিবার অভিযান'-এর অংশ।

সিএনসিআই-র সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন, আজকের উদ্যোগ একটি বড়-সর প্রচারের অঙ্গ। এই প্রচার সিএনসিআই চালাচ্ছে সরকারের 'সুস্থ নারী সক্ষম পরিবার অভিযান'-এর সঙ্গে মিলিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে ছয়টি গ্রামীণ শিবির হয়েছে। সুন্দরবনের পিয়ালিতে এখন আরও একটি শিবির চলছে।

আজ সার্ভিকাল ক্যানসার টিকাকরণের জন্য বিশেষ নিবন্ধন হয়। এই টিকাকরণ মহিলাদের জন্যও আছে, পুরুষদের জন্যও আছে। টিকা দেওয়া হচ্ছে ভর্তুকি মূল্যে। গতকাল ৩০ জন মানুষ টিকা নিয়েছেন। আজ যারা নাম লিখিয়েছেন তাঁরা আগামী সপ্তাহে টিকা পাবেন।

'সুস্থ নারী সক্ষম পরিবার অভিযান'-এর উদ্দেশ্য হল নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা। পরিবারকে সুস্থ রাখা। প্রতিরোধমূলক পরিচর্যা ও সচেতনতা বাড়ানো। সুলভ চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া। এই অভিযানে ক্যানসার পরীক্ষা, মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও টিকাকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সিএনসিআই এবং দেশের অন্যান্য আরও অনেক বড় প্রতিষ্ঠান এই প্রচার চালাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

তিহাড় থেকে সরানো হবে ২ কাশ্মীরি জঙ্গি নেতার কবর?

২০০১-এ সংসদ ভবনে হামলায় দোষী সাব্যস্ত মহম্মদ আফজাল গুরু এবং নিষিদ্ধ জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ মকবুল ভাটের কবর তিহাড় জেল চত্বর থেকে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। আফজল গুরু এবং মকবুল ভাটকে সংশ্লিষ্ট মামলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।বিশ্ব বৈদিক সংস্থান সঙ্ঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে বলে, দুই সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদীর কবর কারাগারে থাকায় তিহাড় জেল জঙ্গিদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কারাগারে এমন ব্যক্তিদের কবর থাকার অর্থ ভারতের স্বাধীনতা, অখণ্ডতাকে অমর্যাদা করা। প্রতিষ্ঠানটি আদালতের কাছে প্রস্তাব দেয় দুই জঙ্গি নেতার কবর অজ্ঞাত কোনও স্থানে সরানো হোক যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে পারবে না। কেন দুই বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি নেতার দেহ কারাগারে কবর দেওয়া হয়েছিল? ২০০১ সালে সংসদ হামলায় আফজাল গুরুকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৩ সালে সংসদ ভবন হামলার মূলচক্রীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। একইভাবে মকবুল ভাটকে ফাঁসি দেওয়া হয় ১৯৮৪ সালে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর দুজনের মৃতদেহ তিহাড় জেল চত্বরেই কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র।দু'জনকে তিহাড়ে ফাঁসি দেওয়ার পর কারাগারেই দেহ কবর দেওয়া হয়। পরিবারের হাতে দেহ হস্তান্তর করা হয়নি।

একটি জনস্বার্থের মামলায় আদালত বলেছে, এটি একটি সংবেদনশীল বিষয়। আফজাল গুরু এবং মকবুল ভাটের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে আবারও এ ধরনের মামলা চালু করা সম্ভব নয়। তিহাড় জেল চত্বর থেকে আফজাল গুরু এবং মকবুলের কবর অপসারণের জন্য দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করা হয়। আদালত সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে জানিয়েছে, এটি জাতীয় সিদ্ধান্ত। যা শুধুমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারে। কোনও আইনসঙ্গত উপায়ে কারাগার চত্বরে দাফন বা কবরের বিষয়টি নিষিদ্ধ না হলে আদালত এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। দিল্লি হাইকোর্ট আরও জানিয়েছে, দীর্ঘ ১২ বছর ধরে ওই কবর জেল চত্বরেই রয়েছে। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে সবদিক মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এতদিন পেরিয়ে এখন সেই সিদ্ধান্ত বদলের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতিরা জানান, 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়া আইনের অনুপস্থিতিতে জাতীয় বিষয়ে নাক গলানোটা অযৌক্তিক। এই বিষয়গুলি খুবই স্পর্শকাতর। আমরা কি ১২ বছর পর এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি?'

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেতাল্লিশতম পর্ব)

একবাক্যে সমর্থন করল।

সেই সময় কালীঘাট মন্দিরে ভক্তসমাগম অনেক বেড়ে গিয়েছে কিন্তু মন্দিরের ভগ্নদশা। মন্দিরের নব নির্মান দরকার। সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদের সাথে নিয়ে কালীপ্রসাদ দত্তের দানকৃত টাকায় কালীর মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নতুন মন্দির নির্মাণের আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামনাম রায় এবং ভাইপো রাজীবলোচন রায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। বর্তমান এই মন্দিরটি নব্বই ফুট উঁচু। এটি নির্মাণ করতে আট বছর সময়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সংঘ-বিজেপি টানাপোড়েন?

আর তাতে যে সংঘ অসন্তুষ্ট, সম্প্রতি সেটা প্রকাশ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছেন সরসংঘপ্রধান মোহন ভাগবত। সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উষ্মাপ্রকাশ করে তিনি বলে দেন, বিজেপির সভাপতি সংঘ ঠিক করে না। যদি সংঘই বিজেপির সভাপতি ঠিক করে দিত, তাহলে এত সময় লাগত না। সংঘ প্রধানের এই মন্তব্য ঘিরে বেশ চর্চা চলছিল। কেউ কেউ বলছিলেন, তাহলে কি বিরক্ত হয়ে বিজেপি সভাপতি নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছে আরএসএস? মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস ভাগবতের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিলেন।ফড়ণবিসের ব্যাখ্যা, সভাপতি নির্বাচনে বিজেপির একটি নিজস্ব পদ্ধতি আছে। সংঘ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। সভাপতি নির্বাচনে বিজেপির একটি নিজস্ব পদ্ধতি আছে। মোহন ভাগবতও সেটাই বলতে চেয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, লের সভাপতি নির্বাচন সঠিক সময়েই হবে। এর মধ্যে কোনও সমস্যা বা জটিলতা নেই। কিন্তু ফড়নবিসের মন্তব্যে আবারও সেই জল্পনাই উসকে গেল। তাহলে কি সত্যিই সভাপতি নির্বাচন ঘিরে দূরত্ব বাড়ছে বিজেপি সংঘের।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু আজকের বাংলায় সবথেকে জনপ্রিয় মাতৃকা কালী। বাঙালি ভূভারতে যেখানেই যায়, কালীবাড়ি স্থাপন করে। আমাদের স্বদেশী পাঁঠার মাংসের দোকানে কালীমূর্তি থাকে, পুলিশের থানায় কালীমন্দির।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুজোর থিম 'অপারেশন সিঁদুর', প্রশাসনের 'চাপে' খুলতে হল প্যান্ডেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুজোর থিম অপারেশন সিঁদুরে 'না' প্রশাসনের। মাঝপথেই খুলে ফেলতে হল দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের চকফুলডুবি বাজারের সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো নিয়ে তুমুল বিতর্ক। সরকারি অনুদান ফেরানোর সিদ্ধান্ত পুজো কমিটির। দুর্গাপুজোর থিমে তাই কি কাঁচি চালিয়েছে প্রশাসন?আর এই পুজোর কমিটির সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই।" বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "প্রশাসনের কেউ ঠিক করে দিতে পারে না, কীভাবে মাতৃ ধারণা হবে। অপারেশন সিঁদুর তো ভারতীয় সেনার বিরত্বের প্রতীক। যে প্রশাসন এর বিরোধিতা করে, তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করা উচিত।" উল্লেখ্য, এই একই থিম কলকাতা পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোতেও। এখানেও পুজোর থিম অপারেশন সিঁদুর। তাঁরও অভিযোগ, প্রশাসন তাঁদের পুজোর ওপরেও একাধিকবার চাপ তৈরি করে এসেছে।কেন পুজোর থিম থেকে বাদ অপারেশন সিঁদুর, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পুজো

উদ্যোক্তারা। পুজো উদ্যোক্তার বক্তব্য, "এবারের থিম ছিল অপারেশন সিঁদুর। আমরা কার্ডে ছাপিয়েছি, ফেস্টুন ব্যানার দিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় প্রচারও হয়েছে। প্রশাসনিক চাপের ফলে আমাদের বন্ধ করে দিতে হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, এই থিমটা করা যাবে না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের যে সরকারি অনুদান দেয়, সেটা আমরা প্রশাসনকে ফেরত দিয়ে দেবে।" তবে এই নিয়ে একেবারেই মুখে কুলুপ এঁটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন। একাধিকবার থানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হচ্ছে না। সাগরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পুজো। শেষ কয়েক মাস ধরে চলছিল প্রস্তুতি। সমস্ত প্রস্তুতি সারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি সেই পুজোর প্যান্ডেলের কাপড় খুলে ফেলা হয়েছে।

পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, তাদের ওপর চাপ তৈরি করা হয়েছিল। এই নিয়ে বিরক্ত সাগরের বাসিন্দারাও। সাগরের এক বাসিন্দা পুজোর সঙ্গে যুক্ত দেবাশিস বেরা বলেন, "প্রধান, তৃণমূল কংগ্রেসের মেম্বারাই পুজো পরিচালনা করছেন। কিন্তু অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কোনও একটা অস্বস্তি রয়েছে তৃণমূলের। ওনারা তাও পুজোটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আমন্ত্রণপত্র বিধায়কের কাছে দিয়েও এসেছিলেন। কিন্তু পরে বিধায়কই এটা নিয়ে আপত্তি জানান।" যদিও অভিযোগ খারিজ করেছেন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। তিনি বলেন, "চারদিকে মিথ্যা অপপ্রচার হচ্ছে। এই পুজোর কমিটিতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত। অযথা আমাদের দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে। গোবিন্দবাবু র নাম পরিকল্পিতভাবে ছাপিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছেন। প্রধানকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি আমাকে জানিয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।

গ্রেটার নয়ডায় উত্তর প্রদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনীতে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গ্রেটার নয়ডায় উত্তর প্রদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এই বাণিজ্য প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া সমস্ত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, উদ্যোগপতি এবং তরুণদের শুভেচ্ছা জানান। ২,২০০-রও বেশি প্রদর্শক তাঁদের পণ্য ও পরিষেবা প্রদর্শনীতে তুলে ধরায় সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। রাশিয়ার এই বাণিজ্য প্রদর্শনীতে সহযোগী দেশ হওয়ার বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব অত্যন্ত সুগভীর। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, সরকারি সহকর্মীবৃন্দ এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীর সময়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি দেশকে অন্ত্যোদয়ের পথ দেখিয়েছিলেন। অন্ত্যোদয়ের অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সমস্ত রকম বৈষম্যকে দূর করে দরিদ্রতম মানুষের কাছে উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়া এর লক্ষ্য ; ভারত বিশ্বের কাছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এই মডেলকে তুলে ধরছে।

ভারতের ফিনটেক ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ক্ষেত্রে এর ভূমিকা। ভারত ইউপিআই, আধার, ডিজি লকার, ওএনডিসি-র মতো সম সুযোগের মঞ্চ সকলের সামনে তুলে ধরেছে। "সকলের মঞ্চ, সকলের অগ্রগতি" এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই এগুলি গড়ে উঠেছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ জুড়ে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মলের দোকানদার থেকে শুরু করে রাস্তার ধারে চা-বিক্রেতা, সকলেই ইউপিআই ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন প্রথাগত ঋণের সুযোগ আগে কেবল বড় কোম্পানীগুলির কাছে ছিল। এখন পিএম স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার হকারদের কাছেও তা পৌঁছেছে।

সরকারি ই-বাজার (GeM)-কে এক রূপান্তরমূলক দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, একটা সময় ছিল, যখন বড় ব্যবসায়ীরাই কেবল সরকারকে পণ্য বিক্রি করতে পারতো। আর বর্তমানে ২৫ লক্ষ বিক্রেতা ও পরিষেবা প্রদানকারী এই GeM পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

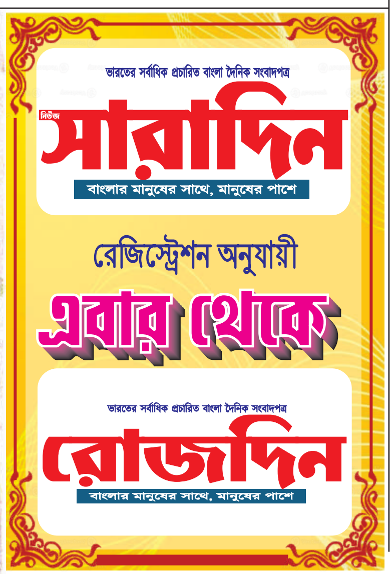

(৫ পাতার পর)

গ্রেটার নয়ডায় উত্তর প্রদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনীতে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছেন

ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে উদ্যোগপতি, দোকানদার সকলেই সরাসরি ভারত সরকারকে পণ্য বিক্রি করছে। GeM মারফত এ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য ও পরিষেবা সংগৃহীত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা এমএসএমই এবং ছোট শিল্পের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যা বস্তুতপক্ষে অভাবনীয় ছিল বলে তিনি জানান।

২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার পথে ভারত এগিয়ে চলেছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বাধা এবং অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভারতের বিকাশ আকর্ষণীয়। তিনি বলেন, বিঘ্ন ভারতকে বিপথগামী করে না, নতুন দিশা খুলে দেয়। যাবতীয় চ্যালেঞ্জের সামনেও ভারত আগামী দশকগুলির জন্য শক্ত ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করছে। শ্রী মোদী পুনরায় বলেন, দেশের সংকল্প এবং নির্দেশিত মন্ত্র হল আত্মনির্ভর ভারত। অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকার থেকে বড় অসহায়তা আর কিছু হতে পারে না। প্রতিযোগিতামুখী বিশ্বে এক দেশ যত অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকবে, ততই তাকে বিকাশের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। ভারত আত্মনির্ভর হবেই। ভারতের প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্য দেশে উৎপাদন করতে হবে বলে তিনি জানান।

মেক ইন ইন্ডিয়া এবং অভ্যন্তরীণ নির্মাণ প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিপ থেকে শুরু করে, জাহাজ নির্মাণ প্রতিটি জিনিসকেই দেশে তৈরি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্য গড়ে তুলতে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান। সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৪০,০০০-এরও বেশি বাধ্যবাধকতাকে নির্মূল করা হয়েছে এবং অতীতে ব্যবসার কাজে সামান্য ভুলের জন্য হাজারো আইন কানুন যা মামলার পথে গড়াত তাকে ফৌজদারি বিধির বাইরে আনা হয়েছে। সরকার উদ্যোগপতিদের যাবতীয় সহায়তা দিচ্ছে, দ্রব্যের সর্বোচ্চ গুণগত মান যাতে তাঁরা বজায় রাখেন তার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের মানুষ চান যে দেশজ পণ্য উন্নত গুণমানসম্পন্ন হোক, যাতে তাঁরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, এটি স্বদেশী পণ্য। সারা দেশ জুড়ে এই মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের দেশে তৈরি পণ্য বিক্রিতে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

গবেষণার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বহুগুন বৃদ্ধি করা দরকার। সরকার এক্ষেত্রে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছে, গবেষণা ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দেশে গবেষণা, নকশা ও উন্নয়নের এক সর্বাত্মক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সময়ের দাবি বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

উত্তর প্রদেশ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিপ্লব লজিস্টিক খরচকে বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছে। উত্তর প্রদেশে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে, যারফলে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সংখ্যাও বাড়ছে। দুটি বৃহদায়তন পণ্য করিডরের এক হাব হয়ে উঠেছে এই রাজ্য। উত্তর প্রদেশ হেরিটেজ পর্যটনে প্রথম স্থান দখল করেছে, নমামী গঙ্গের মতো উদ্যোগ রাজ্যকে জলপথ পর্যটন মানচিত্রে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক জেলা এক পণ্য প্রকল্পে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলার উৎপাদিত সামগ্রীকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দিয়েছে। নির্মাণ ক্ষেত্রে বিশেষত ইলেক্ট্রনিক ও মোবাইল উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ নতুন রেকর্ড গড়েছে। ভারত বিশ্বের মধ্যে বিগত দশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উত্তর প্রদেশের ভূমিকা সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সার্বিক মোবাইল উৎপাদনের ৫৫%-ই হয় উত্তরপ্রদেশে। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রেও ভারতের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার পথে উত্তর প্রদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বড় মাপের সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প কিছু দিনের মধ্যে এখনা◌ে কয়েক কিলোমিটার ব্যবধানে কাজ শুরু করবে বলে তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সামরিক ক্ষেত্র বাহ্যিক নির্ভরশীলতাকে কমিয়ে আনতে পেরেছে। প্রয়োজনীয় প্রতিটি সরঞ্জামে মেক ইন ইন্ডিয়া চিহ্ন যাতে লেখা থাকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সেরকম একটি উজ্জীবিত পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশ রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি জানান। AK-203 রাইফেল রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় এখানে শীঘ্রই তৈরি হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ ও অন্য অস্ত্র সামগ্রী উৎপাদনে একটি প্রতিরক্ষা করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে। সমস্ত অংশীদারদের উত্তর প্রদেশের উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভারত শিল্প, বাণিজ্য এবং নাগরিকদের স্বার্থে সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র ৩ দিন আগে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার রূপায়িত হয়েছে। একে এক কাঠামোগত পরিবর্তন আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে দেশে বিকাশের পথ ত্বরান্বিত হবে। এই সংস্কার জিএসটি নিবন্ধীকরণকে সরল করবে, কর সংক্রান্ত মামলা কমিয়ে আনবে এবং এমএসএমই সহ প্রতিটি ক্ষেত্র এতে উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অংশীদাররা জিএসটি পূর্ব এবং জিএসটি পরবর্তী ধাপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারের ধাপকে প্রত্যক্ষ করে মৌলিক পরিবর্তনকে বুঝতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে নানাভাবে ব্যবসা এবং গৃহস্থলির খরচ বাড়তো। ১০০০ টাকা দামের একটা জামায় ২০১৪ সালের আগে কর দিতে হত প্রায় ১৭০ টাকা। ২০১৭-তে জিএসটি চালু হওয়ার পর সেই কর বাবদ খরচই কমে দাঁড়ায় ৫০ টাকায়। এরপর ২২ সেপ্টেম্বর থেকে জিএসটি নতুন হার চালু হওয়ার পর ১০০০ দামের জামায় এখন কর দিতে হবে কেবল ৩৫ টাকা।

তিনি বলেন, দাঁতের মাজন থেকে শুরু করে শ্যাম্পু, মাথার তেল সমস্ত কিছুতেই ২০১৪ সালে ১০০ টাকা দামে ৩১ টাকা কর আরোপের পর সেই দাম হতো ১৩১ টাকা। পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারের ফলে সেই ১৩১ টাকা খরচই এখন ১০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে ২৬ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। ২০১৪ সালে গৃহস্থলী ক্ষেত্রে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা খরচে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা কর দিতে হত। এখন বেশিরভাগ অত্যাবশ্যক পণ্যে কেবলমাত্র ৫ শতাংশ জিএসটি চালু হওয়ায় কর বাবদ সেই খরচ ৫ থেকে ৬ হাজার টাকায় দাঁড়াচ্ছে।

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ট্রাক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে একটা ট্রাক্টর কিনতে ৭০,০০০ টাকা কর দিতে হত। আজ সেই ট্রাক্টর কিনতে কর বাবদ খরচ ৩০,০০০ টাকা। অতএব কৃষকদের প্রত্যক্ষ সাশ্রয় হচ্ছে ৪০,০০০ টাকা। তিনি আরও বলেন, তিন চাকার গাড়ি গরিবদের কর্মসংস্থানের এক মূল সূত্র। অতীতে তা ক্রয়ে কর বাবদ খরচ হত ৫৫,০০০ টাকা, বর্তমানে কর বাবদ সেই খরচ কমে ৩৫,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষ সাশ্রয় হচ্ছে ২০,০০০ টাকা। জিএসটি হার কমে যাওয়ায় স্কুটার ৮০০০ টাকা, মোটর সাইকেল ৯০০০ টাকা ২০১৪ সালের তুলনায় সস্তা হয়ে গেছে। এই সাশ্রয়ের ফলে গরিব এবং নব্য-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুরূপভাবে উপকৃত হচ্ছে। বিরোধী দলগুলি জনসাধারণকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করায় প্রধানমন্ত্রী তার সমালোচনা করে বলেন, নিজেদের সরকারের আমলের ব্যর্থতা ঢাকতেই তাঁরা এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের পথ নিয়েছে। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করহীন করার পর নতুন জিএসটি সংস্কার রূপায়িত হওয়ায় নাগরিকরা বাড়তি আড়াই লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারছেন। দেশ জিএসটি সাশ্রয় উৎসব উদযাপন করছে বলেও তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত আজ সংস্কার মনোভাবাপন্ন দেশ। সেইসঙ্গে গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাও রয়েছে। রয়েছে নীতিগত স্থিরতা। ভারতের দক্ষ শ্রমশক্তির পাশাপাশি তরুণ ক্রেতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের অন্য কোনও জায়গায় এর তুলনা মেলা ভার বলে তিনি জানান। যে কোনও বিনিয়োগকারী বা কোম্পানীর কাছে ভারতে বিনিয়োগ সব থেকে আকর্ষণীয় সুযোগ। তিনি বলেন, ভারতে, বিশেষত উত্তর প্রদেশে এর অভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। যৌথ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে উন্নত ভারত এবং উন্নত উত্তর প্রদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি জানান। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনীতে সকল অংশগ্রহণকারীকে তিনি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

(২ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের একাদশ বর্ষ পালন করেছেন

উদ্যোগের সূচনা হয়। যার লক্ষ্য ছিল ভারতের বৃদ্ধিতে গতি আনা এবং অন্য দেশের উদ্যোগ সম্ভাবনাকে যাচাই করা।

এটা দেখা আনন্দের যে কীভাবে #11YearsOfMakeInIndia অর্থনৈতিক শক্তি বাড়াতে এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তি স্থাপন করতে অবদান রেখেছে। এটা সর্ব ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানকে উৎসাহ যুগিয়েছে।”

“মেক ইন ইন্ডিয়া ভারতের উদ্যোগপতিদের উৎসাহ দিয়েছে যার থেকে তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রভাব।

সিনেমার খবর

cinema TV

ইউটিউবে 'পে-পার-ভিউতে' সাড়া ফেলেছে আমিরের 'সিতারে জামিন পার'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সুপারস্টার আমির খান, তার সর্বশেষ সিনেমা 'সিতারে জামিন পার' ওটিটিতে নয়, বরং ইউটিউবে পে-পার-ভিউ মডেলে মুক্তি দিয়েছেন। মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি ইউটিউবে প্রতি ভিউ ১০০ রুপিতে দেখা যাচ্ছে। আর এখান থেকেই সিনেমাটি নাকি নরমাল ব্যবসার তুলনায় ২০ গুণ বেশি আয় করেছে।

২০০৯ সালের 'থ্রি ইডিয়টস'-এর সময়ও পে-পার-ভিউ ভাবনা তার মাথায় এসেছিল। তখন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতায় সেটা হয়নি। তবে এখন ইউপিআই, ইন্টারনেট এবং ইউটিউবের সহজলভ্যতা এই মডেলকে কার্যকর করেছে। আমির জানিয়েছেন, তিনি চাইলে সিনেমাটির স্ট্রিমিং রাইটস বিক্রি করে আগেভাগেই ১২৫ কোটি রুপি আয় করতে পারতেন। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে ঝুঁকি নিয়ে ইউটিউব বেছে নিয়েছেন। এ জন্য তিনি তার প্রযোজনা অংশীদারের কাছ থেকে সিনেমাটি কিনেও নেন, যাতে ক্ষতির দায়ভার শুধুই তার হয়।

অভিনেতার ভাষ্যে, 'ভারতে সব ওটিটি প্ল্যাটফরম মিলিয়েও তিন-চার কোটি মানুষের কাছে পৌঁছায়। অথচ ইউটিউব প্রতিদিন ৫০-৬০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছায়। তাই এই মডেল শুরু করাটা জরুরি ছিল।'

তিনি আরো বলেন, ইউটিউব নীতিমালা অনুযায়ী পে-পার-ভিউর নির্দিষ্ট ভিউ সংখ্যা প্রকাশ করা হয় না। তবে এখন পর্যন্ত যা আয় হয়েছে, সেটা নরমাল ব্যবসার চেয়ে ২০ গুণ বেশি। যদিও সংখ্যার হিসেবে তা এখনো ১২৫ কোটির ওটিটি অফারের সমান নয়।

উল্লেখ্য, আর এস প্রসন্ন পরিচালিত 'সিতারে জামিন পার' ছবিটি প্রযোজনা করেছেন আমির খান প্রডাকশনস এবং অপর্ণা পুরোহিত। এই ছবিতে আমির খান একজন বাস্কেটবল কোচের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবি আরও দেখা গেছে জেনেলিয়া ডি সুজাকে।

ভিকি-ক্যাটরিনার ঘরে আসছে নতুন অতিথি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলের ঘর আলো করে আসতে চলেছে নতুন অতিথি। নানা গুঞ্জনের পর অবশেষে নিশ্চিত সূত্র বলছে, মা হতে যাচ্ছেন ক্যাটরিনা কাইফ।

এনডিটিভি জানিয়েছে, ভিকির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, চলতি বছরের অক্টোবর কিংবা নভেম্বরেই সন্তানের জন্ম দিতে পারেন এই অভিনেত্রী।

বিয়ের পর থেকেই একাধিকবার গুঞ্জন উঠেছে ক্যাটরিনার মা হওয়া নিয়ে। তবে প্রতিবারই সেটি থেকে গেছে অনুমানের স্তরে। ক্যাটরিনা কিংবা ভিকি দুজনই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই নীরব। এবারও সেই নীরবতার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাটরিনাকে খুব একটা প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না। তার অনুপস্থিতি থেকেই জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। সন্তান জন্মের পর ক্যাটরিনা দীর্ঘ মাতৃত্বকালীন বিরতি নিতে পারেন বলে জানা গেছে। আপাতত কোনো নতুন সিনেমার শুটিংও হাতে নিচ্ছেন না তিনি। ক্যাটরিনাকে সর্বশেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে 'মেরি ক্রিসমাস' সিনেমায়, যেখানে তার বিপরীতে ছিলেন দক্ষিণের তারকা বিজয় সেতুপতি। ছবিটি পরিচালনা করেন শ্রীরাম রাঘবন।

অন্যদিকে, ভিকি কৌশলকে সম্প্রতি দেখা গেছে 'ছাভা' সিনেমায়। এতে তার সহশিল্পী ছিলেন রাশমিকা মান্দানা।

গুলি চলল দিশা পাটানির বাড়িতে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বছরই বলিউড তারকা সালমান খানের বাড়িতে গুলি চলে। ঘটনার দায় স্বীকার করে নেয় গোল্ডি ব্রার ও লরেন্স বিশ্নোই। এ বার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গুলি চলল বলিউডের আরেক অভিনেত্রী দিশা পাটানির বাড়িতে। এবারও নেপথ্যে আলোচিত গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার।

ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোর ৩টার দিকে। অভিনেত্রীর বরেলীর বাড়িতে মোটরবাইকে করে অজ্ঞাত পরিচয়ের দুই ব্যক্তি প্রায় ১০ থেকে ১২ রাউন্ড গুলি চালায় বলে পুলিশ সূত্রের খবর। যদিও এই ঘটনায় কারও আহত হওয়ার খবর শোনা যায়নি। হঠাৎ দিশার ওপর এমন রাগ কেন?

ঘটনার দায় স্বীকার করে গোল্ডি দাবি করেন দিশার পরিবার তথা তার দিদি খুশবু পাটানি আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজ ও অনিরুদ্ধ আচার্যকে অপমান করছেন। এর ফলে হিন্দু ধর্মের অপমান করেছেন। আর সনাতন ধর্মের অপমান তারা কিছুতেই মেনে নেবে না। তাই এটা একটা সাবধান বাণী ছিল।

দিন কয়েক আগে অনিরুদ্ধাচার্যের ওপরে এবার ক্ষোভ উগরে দিলেন দিশা পাটানির দিদি খুশবু পাটানি। খুশবু পেশায় প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা। সামাজিমাধ্যমে তিনিও পরিচিত। সম্প্রতি এক জায়গায় অনিরুদ্ধাচার্য কিছু মন্তব্য করেন বিয়ের আগে একসঙ্গে বসবাস করা মহিলাদের নিয়ে। সেই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

এমনকি, কটু ভাষাতেও আধ্যাত্মিক গুরুকে সমালোচনা করেন খুশবু। একটি ধর্মীয় সভায় বর্তমান যুগের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলছিলেন অনিরুদ্ধাচার্য। বিয়ের আগে একত্রবাস নিয়েই চলছিল আলোচনা।

সেই প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধাচার্য বলেন, আজকালকার পুরুষেরা ২৫ বছরের আশপাশের মহিলাদের সঙ্গী হিসাবে খুঁজে বের করেন। কিন্তু এই মহিলারা তত দিনে চার-পাঁচ জনের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেন। ধর্মগুরুর এই মন্তব্যে রেগে আগুন হয়ে যান খুশবু। তাকে 'নারীবিদ্বেষী' বলেও আক্রমণ করেন।

এমনকি, অনিরুদ্ধাচার্যকে 'দেশদ্রোহী' ও 'নপুংসক' বলেও কটাক্ষ করেছেন দিশার বোন। রেগে গিয়ে খুশবু বলেন, "এই লোকটা আমার সামনে থাকলে, আমি ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতাম। এরা দেশদ্রোহী। এদের সমর্থন করা উচিত নয়। সমাজের যত নপুংসকেরা, এই লোকটাকে অনুসরণ করে।"

প্রেমানন্দ মহারাজকে নিয়েও বিতর্কে জড়ান দিশার বোন। এই ঘটনার পরে পুলিশকে খবর দেয় দিশার পরিবার। অভিনেত্রীর পরিবারের সুরক্ষার জন্য এক দল পুলিশ মোতায়েন করা আছে তার বাড়ির বাইরে।

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত, শ্রীলঙ্কার বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশকে ৪১ রানে হারালো ভারত। ১৬৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৯ ওভার ৩ বলে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করে বাংলাদেশ। ম্যাচে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেন সাইফ হাসান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ রান করে পারভেজ হোসেন ইমন।

এ জয়ে ফাইনালে উঠে গেলো ভারত। আর টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল শ্রীলঙ্কার। সুপার ফোরের প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে হেরে যায় শ্রীলংকা। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একটি করে ম্যাচ জিতে ২ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছে। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে বাংলাদেশের জয়ে কোনো বিকল্প ছিলো না। এই ম্যাচে বাংলাদেশ জয় পেলে শ্রীলঙ্কার আশা টিকে থাকতো। কিন্তু সেটা আর হলো না।

বুধবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ছয় উইকেটে ১৬৮ রান করে ভারত।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় টাইগাররা।

৬ ওভারের ১ উইকেটে ৪৪ রান করা বাংলাদেশ। এরপর মাত্র ৪.৪ ওভারে ৩০ রান তুলতেই বাংলাদেশ হারায় ৩ উইকেট। একেরপর এক বিদায় নেন পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয় ও শামীম পাটোয়ারি।

কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেলের স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে সাজঘরে পারভেজ হোসেন ইমন ও তাওহীদ হৃদয়। দলীয় ৪৬ ও ৬৫ রানে ফেরেন ইমন ও তাওহীদ। দ্রুত পড়ে যায় আরও দুই উইকেট। ৮৭ রানে ৫ উইকেটে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ।

দলীয় ৭৪ রানে শামীম ও ৮৭ রানের মাথায় জাকির আলী সাজঘরে ফিরে যান। ১০৯ রানের মাথায় পড়ে আরও একটি উইকেট। সাইফউদ্দিন ব্যক্তিগত ৪ রানে আউট হন। সপ্তম উইকেটের পতন ঘটে ১১২ রানে। মাত্র ২ রানে সাজঘরে ফেরেন রিশাদ। এরপর আর ঘুরে দাড়াতে পারেনি বাংলাদেশ।

সাবেক বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়ন রিকি হ্যাটনের মৃত্যু

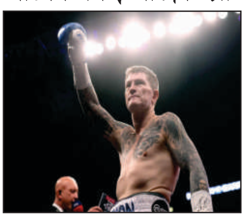

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাবেক বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ বক্সার রিকি হ্যাটন আর নেই। ১৪ সেপ্টেম্বর উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের হাইড শহরে নিজ বাসভবনে ৪৬ বছর বয়সে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা প্রেস অ্যাসোসিয়েশন ও এএফপি নিশ্চিত করেছে যে পুলিশ ঘটনাটি সন্দেহজনক মনে করছে না।

আগ্রাসী ও মনোমুগ্ধকর লড়াইয়ের ধরণে জনপ্রিয়তা পাওয়া রিকি হ্যাটন লাইট-ওয়েল্টারওয়েট ও ওয়েল্টারওয়েট বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। কস্ত্যা জ্যু ফ্লয়েড মেওয়েদার ও ম্যানি প্যাকিয়াওর মতো কিংবদন্তিদের বিপক্ষে লড়াই করে তিনি বক্সিং দুনিয়ায় নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছিলেন।

অবসরের পর হ্যাটন মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যার কথা খোলামেলাভাবে জানিয়েছেন, যা ক্রীড়াজগতেও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বকে সামনে এনেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, চলতি বছরের ডিসেম্বরে আবারও বক্সিং রিংয়ে ফেরার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।

তার মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সাবেক বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন টাইসন ফিউরি তাকে ইনস্টাগ্রামে 'একজন কিংবদন্তি' হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আরেক সাবেক চ্যাম্পিয়ন আমির খান হ্যাটনকে 'সাহসী যোদ্ধা' এবং 'ব্রিটেনের অন্যতম সেরা বক্সার' বলে অভিহিত করেছেন। পাশাপাশি, মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে খান বলেন, "মানসিক স্বাস্থ্য কোনো দুর্বলতা নয়, এ বিষয়ে আমাদের খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।"

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন না উইলিয়ামসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান কেন উইলিয়ামসন থাকছেন না অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে। আগামী মাসে দেশের মাঠে অনুষ্ঠিতব্য তিন ম্যাচের ছোট এই সিরিজটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ৩৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে আগেই সরে দাঁড়িয়েছেন উইলিয়ামসন। বর্তমানে তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ও নির্বাচিত আন্তর্জাতিক ম্যাচেই সীমাবদ্ধ। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) তার সঙ্গে একটি 'ক্যাজুয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট' করেছে, যার আওতায় দুই পক্ষের সম্মতিতে নির্দিষ্ট সিরিজ ও টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন তিনি।

উইলিয়ামসনের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল গত মার্চে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। এরপর গত মাসে জিম্বাবুয়ে সফরে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি খেলছিলেন ইংল্যান্ডে মিডলসেক্সের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে, এবং দ্য হান্ড্রেডে লন্ডন স্পিরিট দলের হয়ে।

এনজেডসির সূত্রে জানা গেছে, উইলিয়ামসন আপাতত পুরোপুরি মনোযোগ দিচ্ছেন আগামী বছরের

ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতির পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি।

তবে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে যাওয়া আরও চার ক্রিকেটার ডেভন কনওয়ে, ফিন অ্যালেন, লকি ফার্গুসন ও টিম সাইফার্ট এই সিরিজে খেলবেন। এর মধ্যে অ্যালেন চোটের কারণে না খেললেও বাকিরা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে অংশ নেবেন।

নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে ১, ৩ ও ৪ অক্টোবর, মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে। সিরিজের জন্য কিউই স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে চলতি সপ্তাহেই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR